ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 07. No. 01. June 2012

বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : রাজশাহী শহরে ভিক্ষারতদের ওপর একটি সমীক্ষা

মো. আল-আমিন*
মোছা.শাহানাজ পারভীন**

সারসংক্ষেপ: বর্তমান গবেষণাটি বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত। গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে রাজশাহী শহরের ভিক্ষুকদের ওপর। এর জন্য দৈবচয়ণ পদ্ধতি অনুযায়ী রাজশাহী শহরের ৩৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে থেকে ২০টি ওয়ার্ডকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে আবার দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৮ জন করে ভিক্ষুককে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য যথাযথভাবে বিশ্লেষণে দেখা যায় রাজশাহী শহরে তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধ ভিক্ষুকের সংখ্যা অধিক (৩১.২৮%) এবং এর অধিকাংশই নারী (৪০%)। এদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর (৯২.৫%)। তাদের অধিকাংশের (৯২.৫%) মাসিক আয় ১০০০-২০০০ টাকা এবং তাদের (৭৬.২৫%) কোন ভূসম্পত্তি নেই। এদের প্রায় সকলেরই (৯৩.৭৫%) ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া অন্যকোন উপার্জনের উৎস নেই। তারা (৬৮.৭৫%) জীবিকার তাগিদে ভিক্ষা করে এবং অল্প সংখ্যক (৩১.২৫%) ভিক্ষুকই ভিক্ষাবৃত্তি অসম্মান জনক মনে করে। তারা বস্তিতে (১৮.৫%), রেলস্টেশনে (১৮.৭৫%), ফুটপাতে (১.২৫%) ও খোলা আকাশের নীচে (৭.৫%) মানবেতর জীবন অতিবাহিত করে। ভিক্ষাবৃত্তি একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা যা রাষ্ট্রের উন্নয়নে অন্তরায়। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নে আমাদের সমাজ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূল করতে এখানে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। যদিও বাংলাদেশের কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নয়ন হচ্ছে বলে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। আমাদের দেশের প্রায় ৪৮% লোক দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। তাদের একটি অংশই হল ভিক্ষুক।[১] ভিক্ষাবৃত্তি হল এমন একটি কৌশল যা কোন প্রকার কাজ বা উপকার না করেই সাহায্য প্রার্থনা করে। ভিক্ষুকরা দেশের জন্য বা সমাজের জন্য কোন অবদান রাখেনা। এরা শুধু অন্যের উর্পাজিত সম্পদ ভোগ করে। নিম্নে ভিক্ষাবৃত্তির কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হল।

* প্রভাষক (ভূগোল বিভাগ), শহীদএম. মনসুরআলী ডিগ্রী কলেজ, পাবনা ।
** প্রভাষক (ভূগোল বিভাগ), শহীদএম. মনসুরআলী ডিগ্রী কলেজ, পাবনা

æA person found asking for alms in any public place in such condition or manner on makes it likely that such person exists by asking for alms”[২]

æAny person of European extraction found asking for alms when he has sufficient means of substances or asking for alms in a thronging of insolent manner or continuing to ask for alms of any persons after he has been requested to desist.”[৩]

“ভিক্ষুকরা হল সেই জনসমষ্টি যা জাতীয় কোন অবদান না রেখে জাতীয় আয় ভোগ করে।” মোট কথা যারা অন্যের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে তারাই ভিক্ষুক।

æBeggers are that segment of the population which lives mainly on charity.”[৪]

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই ভিক্ষুকদেরকে দেখা যায়। তবে গ্রামের তুলনায় শহরে ভিক্ষুকদের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক বেশী। সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ৪৫ হাজার ভিক্ষুক রয়েছে। [৫]

যে সকল পরিবারে কোন উপার্জনশীল ব্যক্তি নাই বিশেষ করে সেই সকল পরিবারই ভিক্ষাবৃত্তির অর্ন্তভূক্ত। ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা ব্যয় নির্ধারন জরিপের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ১২ লাখ পরিবারের কোন উপার্জনশীল ব্যক্তি নাই। ১৯৯১-৯২ সালে এ সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩০ হাজার। এসকল পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভিক্ষাবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল।[৬]

সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনসিটিটিউটের জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৪৮.৯৫% ভিক্ষুকই দৈহিক ভাবে পঙ্গু এবং ৫১.০৫% ভিক্ষুকই সক্ষম দেহী অধিকারী। ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবন যাপনের তাগিদে নয় বরং ব্যবসা হিসাবে নিয়েছেন যার দরুণ অনেক ভিক্ষুকদের ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাব আছে।[৭] বাংলাদেশের ভিক্ষাবৃত্তি বর্তমানে সংগঠিত রূপ নিয়েছে (বিশেষত শহরাঞ্চলে) রাজনৈতিক, কর্মী, শ্রমিক, ছাত্র, কিংবা সংস্কৃতি সেবীদের মতে ভিক্ষুকরাও এখন সংগঠিত। ঢাকা শহরে অনেক ভিক্ষুকেরই আছে সংগঠন ও শক্তিশালী কমিটি ভিক্ষুকদের উন্নয়নে এ কমিটি আন্দোলন করে ও অধিকার আদায় করে।[৮] ভিক্ষুক বাংলাদেশের সর্বত্রই লক্ষণীয়, এমন কোন স্থান নেই যেখানে ভিক্ষুক পাওয়া যাবে না। এরা রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন, বাসষ্টাণ্ড, হাট-বাজার, গ্রাম-গঞ্জ-শহর-বন্দর, স্কুল, কলেজ, মসজিদ প্রাঙ্গন, চিড়িয়াখানা-পার্ক, মাজার ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রেই বিচরণশীল।[৯] এই ভিক্ষুকরা বিভিন্ন কৌশলে বিচিত্র ভঙ্গিতে ভিক্ষা চায়। যা মানুষকে ঘৃনাদায়ক, কষ্টদায়ক এবং অস্বস্তিকর করে তোলে। “বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের অর্া-সামাজিক অবস্থা : রাজশাহী শহরে ভিক্ষারতদের ওপর একটি সমীক্ষা” শিরোনামে গবেষক কর্তৃক জরিপ গবেষণায় ভিক্ষারতদের একটি সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে। এই প্রতিবেদনে ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাদের ভিক্ষাবৃত্তির কারণ নির্ণয়, তাদের সমস্যা স্বরূপ নির্ণয় এবং সমস্যা সমাধানের সুপারিশসহ

নানাবিধ বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা বলতে গবেষণার সমগ্র ভিক্ষুককে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা জানার জন্য পরিচালিত জরিপ বুঝানো হয়েছে। যাতে ভিক্ষুকদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে।

রাজশাহী শহর বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তর ও জনবহুল শহর। রাজশাহী শহর তথা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ভূক্ত এলাকায় মোট ৩৯টি ওয়ার্ড রয়েছে।[১০] ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এখানকার লোকসংখ্যা ২৬৩০০০ (দুই লক্ষ তেষট্টি হাজার)।[১১] অধীবাসীদের মধ্যে একটি বড় অংশ এখানকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত। এটি দেশের অন্যতম একটি কোলাহল ও যানজট মুক্ত শহর। কিন্তু দু:খের বিষয় হলেও সত্য যে দেশের অন্য সকল বড় শহর গুলোর মতই এখানকার সর্বত্রই ভিক্ষুকদের বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। এরা রাস্ত-ঘাট, মার্কেট, অফিস, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র-ছাত্রীদের মেস-হল, আবাসিক এলাকা সর্বত্রই বিভিন্ন ভঙ্গিতে ভিক্ষা চায়।[১২] যা নষ্ট করছে শহরের পরিবেশ, বিঘ্ন ঘটাচ্ছে জনসাধারনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়। ভিক্ষুকদের ভিক্ষা করে লাভবান হওয়ায় তারা এটা ব্যাবসা হিসাবে নিয়েছে। এর নেপথ্যে বর্বর ও চরম নির্মম ঘটনা ঘটছে। শিশুদের ঘন্টা প্রতি ১০ টাকা করে ভাড়া নেওয়া হয়।[১৩] এবং কোন কোন শিশুকে হাত-পা মুচকিয়ে বিকলাঙ্গ বানিয়ে ভিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়।[১৪]

এদের জন্য সরকারি ভাবে ভবঘুরে কেন্দ্রে পূর্নবাসনের কথা থাকলেও তারা সেখানে ঠাঁই পায় না। ভিক্ষুকদের সমস্যা উপলব্ধি করে বর্তমানে বিভিন্ন এন.জি.ও তাদের সাহায্য ও ঋণ দিলেও এ সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা নগরী হওয়ায় বিশেষ করে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে এর পরিমাণ বেশি।

আমি রাজশাহী শহরে ভিক্ষারত ভিক্ষুকদের মধ্যে হতে ১৬০ জন ভিক্ষুক হতে তথ্য সংগ্রহ করে তা যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে ভিক্ষারতদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পেয়েছি। যাতে দেখা যাচ্ছে শহরের অধিবাসীরা বিভিন্নভাবে ভিক্ষুকদের দ্বারা বিরক্ত হয়ে থাকে। ভিক্ষুকরা ভিক্ষা না পেলে অভিশাপ দেয়। যা চরম বিরক্তকর হয়ে দাড়ায়। রাজশাহী শহরে ভিক্ষারতদের সম্পর্কে তথ্য জেনে গবেষণা প্রক্রিয়া যথাযথ সম্পূর্ন করার চেষ্টা করেছি। যা সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন আঙ্গিকে গবেষণা কাজ করার একান্ত চেষ্টা করেছি। যাতে করে গবেষণা প্রতিবেদন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়।

যেসমস্ত উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয় তা নিম্নেরূপ:

- ❖ রাজশাহী শহরে ভাসমান ভিক্ষুকদের সংখ্যা নিরুপণ করা।
- ❖ ভিক্ষুকদের ভিক্ষা বৃত্তিতে জড়িত হওয়ার কারণ নির্ণয় করা।
- ❖ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যা-সমাধানের সুপারিশ।
- ❖ ভিক্ষাবৃত্তি বাদে তাদের অন্য কোন আয়ের উৎস আছে কিনা তা জানা।

- ❖ ভিক্ষুকদের জীবনযাত্রা মান সম্পর্কে জানা।
- ❖ শহরে ভিক্ষারত ভিক্ষুকদের দ্বারা কেও কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা তা জানা।
- ❖ ভিক্ষুকদের সম্পর্কে শহরের অধিবাসীদের অভিমত জানা। এবং
- ❖ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আইন ভিক্ষাবৃত্তি রোধে কতটুকু কার্যকর হচ্ছে তা জানা।

এ সমস্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গবেষণা কর্মক্রম পরিচালিত হয়। যাতে করে গবেষণার একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে যার দরুণ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশ অসংখ্য সমস্যা জর্জরিত যার মধ্যে একটি সমস্যা হল ভিক্ষাবৃত্তি বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমস্যা। বিশেষ করে বড় বড় শহর গুলোতে ভিক্ষা বৃত্তি অধিবাসীদের জীবনযাত্রাকে বিব্রত করছে। যার মধ্যে রাজশাহী অন্যতম। এখানেও ভিক্ষা বৃত্তি একটি মারাত্মক সমস্যা। যেহেতু রাজশাহী শহরে ভিক্ষাবৃত্তি একটি মারাত্মক সমস্যা। তাই এই সমস্যার স্বরূপ উৎঘাটন এবং সমস্যার সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে এ বিষয় নিয়ে বিষদ গবেষণা একান্ত যুক্তিযুক্ত।

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

"বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : রাজশাহী শহরে ভিক্ষারতদের ওপর একটি সমীক্ষা" শিরোনামে পরিচালিত এ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পর তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

নিম্নে বিভিন্ন সারণীর মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপন করা হল যার মাধ্যমে প্রদত্ত গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠভাবে সম্পুর্ণ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সারণী- ১

ভিক্ষুকদের বয়স ভিত্তিক সারণী

বয়স (বছর)	গণ সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০-১৫	৬	৩.৭৫
১৫-৩০	১৬	১০
৩০-৪৫	১২	৭.৫০
৪৫-৬০	২৪	১৫
৬০-৭৫	৪৬	২৮.৭৫
৭৫-৯০	৫০	৩১.২৮
৯০-১০৫	৬	৩.৭৫
মোট	১৬০	১০০

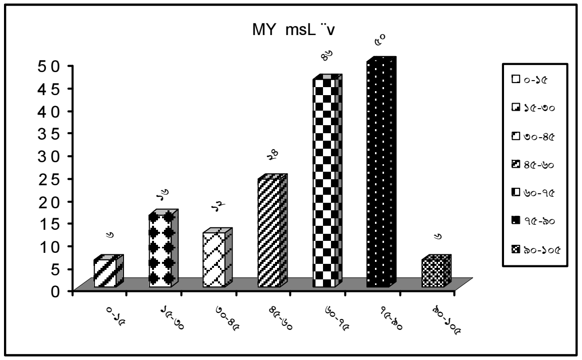

আলোচ্য সারণীতে দেখা যাচ্ছে রাজশাহী শহরে ভিক্ষুকদের বয়স ৭৫-৯০ বছরের ভিক্ষুকদের সংখ্যা ৩১.২৫%, ৬০-৭৫ বছরের ভিক্ষুক সংখ্যা ২৮.৭৫%, ৪৫-৬০ বছর ভিক্ষুকদের সংখ্যা ১৫%, ৩০-৪৫ বছর বয়সের সংখ্যা ৭.৭৫%, ১৫-৩০ বছর বয়সের সংখ্যা ১০%, ০-১৫ বছর বয়সের সংখ্যা ৩.৭৫% এবং ৯০-১০৫ বছর বয়সের সংখ্যা ৩.৭৫%।

অতএব, বলা যায় যে, ০-১৫ বছর বয়সে সাধারণত ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবা-মায়ের ওপর নির্ভরশীল থাকে। তাই এই বয়সে ভিক্ষাবৃত্তির সাথে কমজড়িত থাকে। আর ৭৫ এর উর্ধ্বে বয়সে বৃদ্ধ-বৃদ্ধরা অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়। বিধায় তারা ভিক্ষা বৃত্তির সাথে বেশি জড়িত।

সারণী- ২

ভিক্ষুকদের লিঙ্গ ভিত্তিক সারণী

লিঙ্গ	গণ সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পুরুষ	৬৪	৪০
মহিলা	৯৬	৬০
মোট	১৬০	১০০

আলোচ্য সারণীতে ভিক্ষুকদের লিঙ্গ ভিত্তিতে পার্থক্য করলে দেখা যায় যে, ভিক্ষুকদের মধ্যে পুরুষ ৪০% এবং মহিলা ৬০%।

অতএব, বলা যায় যে, পুরুষের তুলনায় মহিলারাই বেশি ভিক্ষা বৃত্তিতে জড়িত।

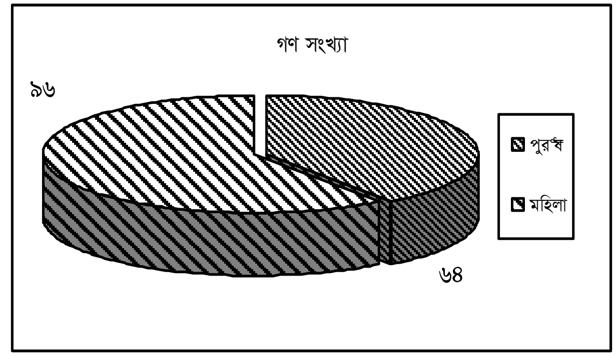

সারণী-৩

ভিক্ষুকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ণয় সারণী

শিক্ষাগতযোগ্যতা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিরক্ষর	১৪৮	৯২.৫
স্বাক্ষরজ্ঞান	৮	৫
প্রাথমিক	৪	২.৪
মাধ্যমিক	-	-
উচ্চ মাধ্যমিক	-	-
অন্যান্য	-	-
মোট	১৬০	১০০

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, যারা ভিক্ষা করে তাদের মধ্যে ৯২.৫% নিরক্ষর ৫% স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ এবং ২.৫% প্রাথমিক শিক্ষাধারী ভিক্ষুক রয়েছে।

এই সারণীতে দেখা যায় যে, শিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ে নিরক্ষর ব্যক্তিরাই বেশি ভিক্ষা করে।

সারণী- ৪

ভিক্ষুকদের বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে সারণী

বৈবাহিক অবস্থা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
বিবাহিত	৭০	৪৩.৭৫
অবিবাহিত	১৪	৮.৭৫
বিপত্নীক	৬	৩.৭৫
বিধবা	৬০	৩৭.৫
তালাকপ্রাপ্ত	৬	৩.৭৫
পৃথক	৪	২.৫
অন্যান্য	-	-
মোট	১৬০	১০০

আলোচ্য সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৩.৭৫% ভিক্ষুক বিবাহিত, ৮.৭৫% অবিবাহিত, ৩.৭৫% বিপত্নীক, ৩৭.৫% বিধবা, ৩.৭৫% তালাকপ্রাপ্ত এবং ২.৫% পৃথক।

অতএব বলা যায় যে, বিবাহিত এবং বিধবা ভিক্ষুকদের সংখ্যা বেশি।

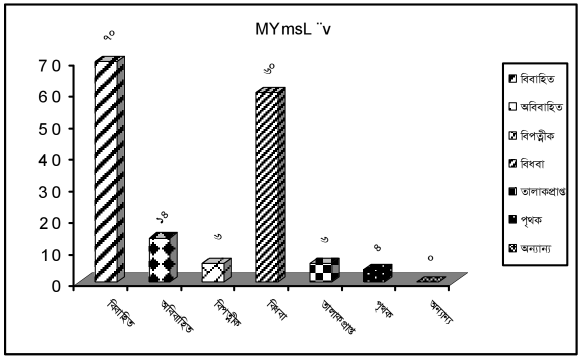

সারণী- ৫

ভিক্ষুকদের পরিবারের ধরণ ভিত্তিক সারণী

পরিবারের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
একক	১৪৮	৯২.৫
যৌথ	১২	৭.৫
মোট	১৬০	১০০

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ভিক্ষুকদের ৯২.৫% একক পরিবার এবং ৭.৫% যৌথ পরিবারে বসবাস করে।

অতএব, বলা যায় যে, ভিক্ষুকদের বেশির ভাগ পরিবারই একক পরিবার।

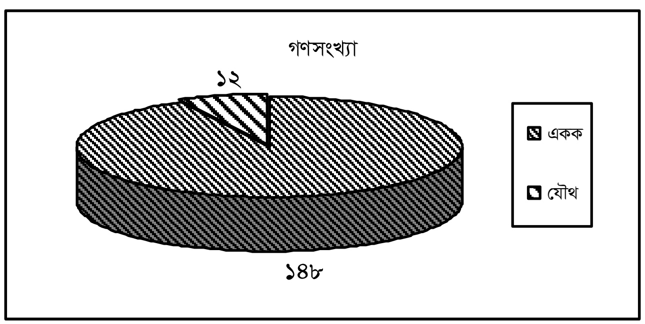

সারণী- ৬

ভিক্ষুকদের মাসিক আয় সংক্রান্ত সারণী

মাসিক আয়	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
৫০০-১০০০	৫০	৩১.২৫
১০০০-২০০০	৭৪	৪৬.২৫
২০০০-৩০০০	৩৬	২২.৫
৩০০০ তদুর্ধ্বে	-	-
মোট	১৬০	১০০

আলোচ্য সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৫০০-১০০০ টাকা আয়কারী ভিক্ষুকদের সংখ্যা ৩১.২৫%, ১০০০-২০০০ টাকা আয় করে ৪৬.২৫% এবং ২০০০-৩০০০ টাকা আয় করে ২২.৫%।

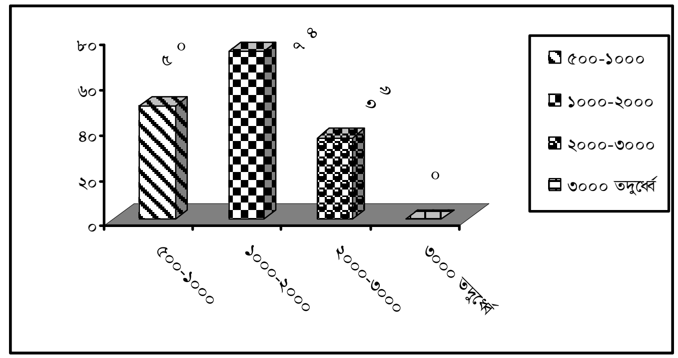

সুতরাং, বলা যায় যে ভিক্ষুকদের বেশির ভাগই মাসে গড়ে আয় করে ১০০০-২০০০ টাকা।

সারণী- ৭

ভিক্ষুকদের ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত সারণী

জমির মালিকানা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৮	২৩.৭৫
না	১২২	৭৬.২৫
মোট	১৬০	১০০

আলোচ্য সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ২৩.৭৫% ভিক্ষুকদের জমি আছে এবং ৭৬.২৫% ভিক্ষুকদের জমি নেই।

সুতরাং, বলা যায় যে, অধিকাংশ ভিক্ষুকদের কোন জমি নেই।

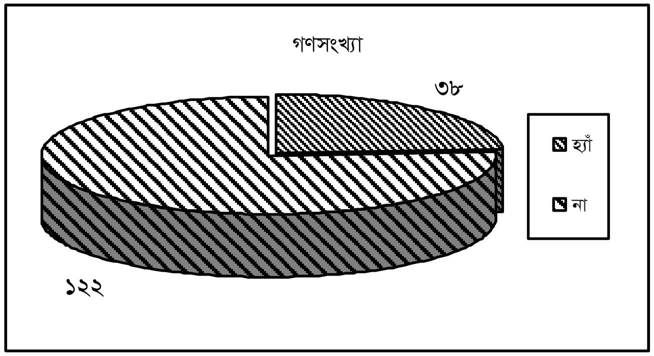

সারণী- ৮

ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া উপার্জনের অন্য উৎস আছে কিনা তার ওপর ভিত্তি করে সারণী

অন্য উৎস আছে কি না	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১০	৬.২৫
না	১৫০	৯৩.৭৫
মোট	১৬০	১০০

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৬.২৫% ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া অন্য উপার্জনের উৎস আছে এবং ৯৩.৭৫% ভিক্ষুকদের কোন উপার্জনের উৎস নেই।

অতএব, বলতে পারি যে বেশির ভাগই ভিক্ষুকদের অন্য কোন উপার্জনের উৎস বা পথ নেই। শুধু তারা ভিক্ষার ওপর নির্ভরশীল।

সারণী- ৯

ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া অন্য কাজ করতে নিজেকে সক্ষম মনে করে কিনা তার ভিত্তিতে সারণী

সক্ষম কি না	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩২	২০
না	১২৮	৮০
মোট	১৬০	১০০

উপরের সারণী হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০% ভিক্ষুক নিজেকে অন্য কাজ করতে সক্ষম মনে করে এবং ৮০% ভিক্ষুক নিজেকে অন্য কাজ করতে সক্ষম মনে করে না।

অর্থাৎ বলা যায় যে, অক্ষম ব্যক্তিরাই বেশির ভাগ ভিক্ষা করে জীবন যাপন করে।

সারণী- ১০

ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে ভিক্ষুকদের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত সারণী

ভিক্ষুকদের দৃষ্টিভঙ্গি	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
সম্মান জনক	-	-
জীবিকার তাগিদে	১১০	৬৮.৭৫
অসম্মান জনক	৫০	৩১.২৫
অন্যান্য	-	-
মোট	১৬০	১০০

আলোচ্য সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৬৮.৭৫% ভিক্ষুক জীবিকার তাগিদে ভিক্ষা করে এবং ৩১.২৫% ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তিকে অসম্মান জনক মনে করে।

অতএব, বলা যায় যে, জীবিকার তাগিদেই ভিক্ষুক ভিক্ষা বৃত্তি করে থাকে।

সারণী- ১১

মাস শেষে ভিক্ষুকরা ধার গ্রহণ করে কিনা সেই সংক্রান্ত সারণী

ধার গ্রহণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৮	১১.২৫
না	১৪২	৮৮.৭৫
মোট	১৬০	১০০

প্রদত্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ১১.২৫% ভিক্ষুক মাস শেষে ধার গ্রহণ করে এবং ৮৮.৭৫% ভিক্ষুক মাস শেষে ধার গ্রহণ করে না। অতএব বলা যায় রাজশাহী শহরে ভিক্ষারত ভিক্ষুকরা অধিকাংশই মাস শেষে ধার গ্রহণ করে না।

সারণী- ১২

মাস শেষে ভিক্ষুকরা সঞ্চয় করে কিনা সেই সংক্রান্ত সারণী

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৮	২৩.৭৫
না	১২২	৭৬.২৫
মোট	১৬০	১০০

আলোচ্য সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজশাহী শহরে ভিক্ষারত ২৩.৭৫% ভিক্ষুক মাস শেষে সঞ্চয় করে এবং ৭৬.২৫% ভিক্ষুক মাস শেষে কোন সঞ্চয় করে না।

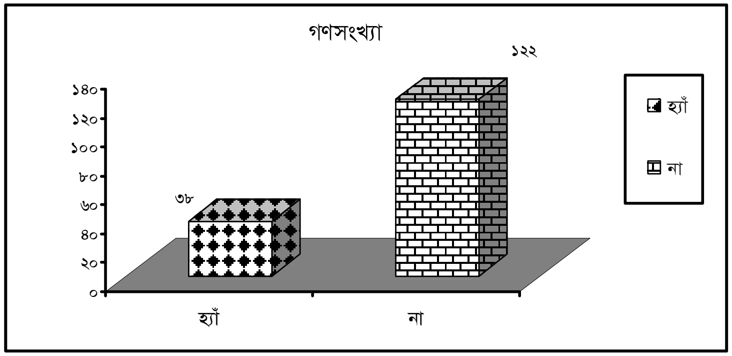

সারণী- ১৩

জি.ও বা এন.জি.ও হতে ভিক্ষুকরা সাহায্য পায় কিনা সে সংক্রান্ত সারণী

জি.ও বা এনজিও প্রদত্ত সাহায্য পায় কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১২	৭.৫
না	১৪৮	৯২.৫
মোট	১৬০	১০০

আলোচ্য সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজশাহী শহরে ভিক্ষারত ৭.৫% ভিক্ষুক জি.ও বা এনজিও হতে সাহায্য বা ঋণ পায় এবং ৯২.৫% ভিক্ষুক জি.ও বা এনজিও হতে কোন প্রকার সাহায্য বা ঋণ পায় না।

সুতরাং, বলা যায় যে, ভিক্ষুকরা চরম দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে ও তারা কোন জিও বা এনজিও এর সাহায্য হতে বঞ্চিত।

সারণী- ১৪

ভিক্ষুকদের পরিবারের কেউ খাবার স্যালাইন তৈরি করতে পারে কিনা সেই সংক্রান্ত সারণী

খাবার স্যালাইন তৈরি	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৭২	৪৫
না	৮৮	৫৫
মোট	১৬০	১০০

উপরোক্ত সারণী হতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজশাহী শহরে ভিক্ষারত ৪৫% ভিক্ষুকের পরিবারে কেউ খাবার স্যালাইন তৈরি করতে পারে না এবং ৫৫% পরিবারে খাবার স্যালাইন তৈরী করতে পারেন।

অতএব, বলা যায় যে, খাবার স্যালাইন সম্পর্কে তারা কিছুটা হলেও সচেতন।

সারণী- ১৫

ভিক্ষুকদের ব্যবহারিক পায়খানার ধরণের ভিত্তিতে সারণী

পায়খানার ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
কাঁচা	৮৬	৫৩.৭৫
পাকা	২২	১৩.৭৫
স্যানিট্যারি	৩৮	২৩.৭৫
অন্যান্য	১৪	৮.৭৫
মোট	১৬০	১০০

আলোচ্য সারণীতে বলা যায় রাজশাহী শহরে ভিক্ষারত ৫৩.৭৫% ভিক্ষুকের ব্যবহারিক পায়খানা কাঁচা, ১৩.৭৫% পাকা, ২৩.৭৫% স্যানিটারী এবং ৮.৭৫% অন্যান্য ধরণের পায়খানা ব্যবহার করে থাকে।

সুতরাং, বলা যায় যে, বেশির ভাগই ভিক্ষুক কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে। তারা অর্থের অভাবে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী করতে পারে না।

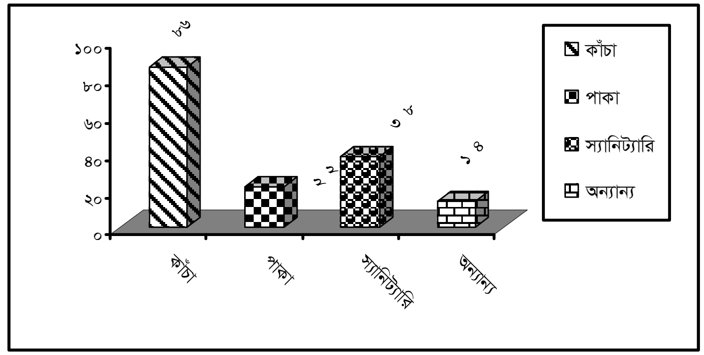

সারণী- ১৬

ভিক্ষুকদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠানের সারণী

চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠান	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হাসপাতাল	১৩২	৮২.৫
ক্লিনিক	-	-
অন্যান্য	২৮	১৭.৫
মোট	১৬০	১০০

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে ৮২.৫% ভিক্ষুক অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যায় এবং ১৭.৫% ভিক্ষুক অন্যান্য স্থানে চিকিৎসা করে থাকে।

অতএব বলা যায় অধিকাংশ ভিক্ষুকই হাসপাতালে চিকিৎসা করে।

সারণী- ১৭

ভিক্ষুকদের বসবারত স্থান সংক্রান্ত সারণী

বসবাসের স্থান	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজস্ব বাড়ি	৩৪	২১.৫
ভাড়া বাড়ি	৪০	২৫
বস্তি	৩০	১৮.৫
আত্মীয়দের বাড়ি	১২	৭.৫
রেলষ্টেশন	৩০	১৮.৭৫
ফুটপাত	২	১.২৫
খোলা আকাশের নিচে	১২	৭.৫
অন্যান্য স্থানে	-	-
মোট	১৬০	১০০

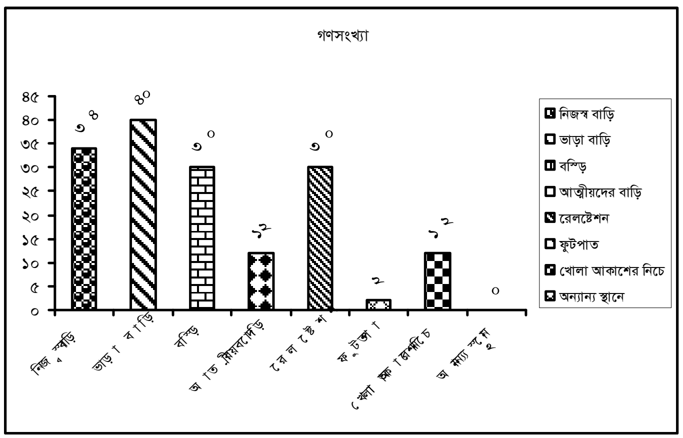

প্রদত্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ২১.৫% ভিক্ষুক নিজস্ব বাড়িতে, ২৫% ভিক্ষুক ভাড়া বাড়িতে ১৮.৫% ভিক্ষুক বস্তিতে, ৭.৫% ভিক্ষুক আত্মীয় বাড়িতে ১৮.৭৫% ভিক্ষুক রেলস্টেশনে ১.২৫% ভিক্ষক ফুটপাতে এবং ৭.৫% ভিক্ষুক খোলা আকাশের নিচে বসবাস করে।

সুতরাং, বলা যায় যে, অধিকাংশ ভিক্ষুকরাই রেলস্টেশন, বস্তি এবং নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করে।

সারণী- ১৮

ভিক্ষুকদের বাসগৃহের ধরণ সংক্রান্ত সারণী

বাসস্থানের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
পাকা বাড়ি	১৪	৮.৭৫
আধা পাকা	৮	৫
কাঁচা বেড়ার বাড়ি	১০২	৬৩.৭৫
টিন সেড	১৮	১১.২৫
অন্যান্য	১৪	৮.৭৪
মোট	১৬০	১০০

আলোচ্য সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজশাহী শহরে ৮.৭৫% ভিক্ষুক পাকা বাড়িতে, ৫% ভিক্ষুক আধা পাকা বাড়িতে ৬৩.৭৫% ভিক্ষুক কাঁচা বেড়ার বাড়িতে ১১.২৫% টিন সেডে এবং ৮.৭৫% ভিক্ষুক অন্যান্য বাড়িতে বসবাস করে।

সুতরাং, বলা যায় যে, বেশির ভাগ ভিক্ষুকই কাঁচা বেড়ার বাড়িতে বসবাস করে।

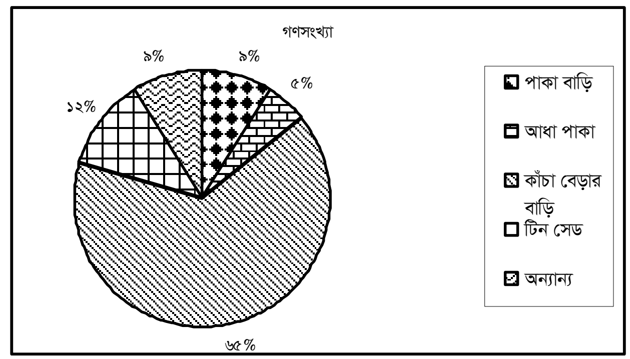

সারণী- ১৯

ভিক্ষুকদের প্রতি প্রতিবেশীদের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত সারণী

প্রতিবেশীদের দৃষ্টিভঙ্গি	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
ইতিবাচক	৮৮	৫৫
নীতিবাচক	৭২	৪৫
অন্যান্য	-	-
মোট	১৬০	১০০

আলোচ্য সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৫৫% প্রতিবেশী ভিক্ষুকদের ভিক্ষা বৃত্তিতে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন এবং ৪৫% প্রতিবেশি তাদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন। যেহেতু তারা নিজের জীবন জাপনের জন্য ভিক্ষা করে তাই প্রতিবেশীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব দেয় না।

সারণী- ২০

ভিক্ষুকদের বসবাসরত এলাকায় কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা সেই সংক্রান্ত সারণী

সমস্যা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৭০	৪৩.৭৫
না	৯০	৫৬.২৫
মোট	১৬০	১০০

প্রদত্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজশাহী শহরে ভিক্ষারত ৪৩.৭৫% ভিক্ষুক বসবাসরত এলাকায় সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং ৫৬.২৫% ভিক্ষুক কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় না।

অতএব, বলা যায় বেশির ভাগ ভিক্ষুক বসবাসরত এলাকায় তেমন সমস্যার সম্মুখীন হয় না।

সারণী- ২১

ভিক্ষুকদের বসবাসরত এলাকার সমস্যার ধরণ সংক্রান্ত সারণী

সমস্যার ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
বিশুদ্ধ পানির অভাব	৩৪	২১.২৫
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অভাব	৪৪	২৭.৫
সন্ত্রাসীর উপদ্রব	-	-
রাস্তা ঘাটের অবস্থা	-	-
আবর্জনা	৪০	২৫
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	৩৬	২২.৭৫
অন্যান্য	৬	৩.৭৫
মোট	১৬০	১০০

উপরের সারণীতে রাজশাহী শহরে ভিক্ষারত ভিক্ষুকরা তাদের বসবাসরত এলাকায় বসবাস করতে গিয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে ২১.২৫% ভিক্ষুক বিশুদ্ধ পানির অভাবে, ২৭.৪% বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অভাবে ২৫% আবর্জনার মধ্যে ২২.৫% প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে এবং ৩.৭৫% ভিক্ষুক অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হয়।

অতএব বলা যায় যে, বেশির ভাগই ভিক্ষুক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অভাবে থাকে।

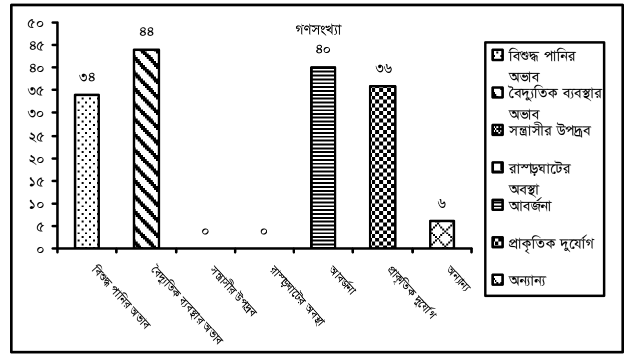

সারণী- ২২

ভিক্ষুকদের ভোটার হওয়া সংক্রান্ত সারণী

ভোটার কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৪২	৮৮.৭৫
না	১৮	১১.২৫
মোট	১৬০	১০০

আলোচ্য সারণীতে রাজশাহী শহরে ভিক্ষারত ভিক্ষুকদের মধ্যে ৮৮.৭৫% ভিক্ষুক ভোটার হয়েছেন এবং ১১.২৫% ভিক্ষুক ভোটার হয়নি।

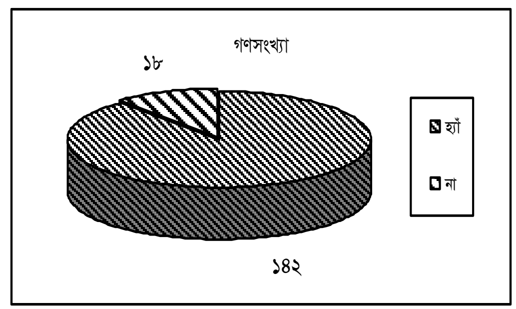

সুতরাং, বলা যায় যে, বেশির ভাগই ভিক্ষুক ভোটার হয়েছেন আর কিছু নিজেদের অসচেতনতার জন্য ভোটার হয় নি।

গবেষণার প্রাপ্ত সমস্যা

যে কোন কাজ করতে গেলেই কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া ব্যবহারিক দলীয় গবেষণার ক্ষেত্রেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বা সুষ্ঠ ও সঠিক গবেষণার জন্য একটি বাঁধা

স্বরূপ। এবং যাদের জন্য গবেষণা কার্যটি পরিচালনা করা হয় তারও ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হয়। যার ফলে ভিক্ষার মত জঘন্যে পেশায় জড়িত হয়।

গবেষণার সমস্যাকে সাধারণত ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

১। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা।

২। ভিক্ষুকদের সমস্যা।

১। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা

গবেষণার কার্য পরিচালনার জন্য সর্ব প্রথম প্রয়োজন হল, যে বিষয় গবেষণা করা হবে সংশ্লিষ্ট সেই বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও যথাপযুক্ত তথ্যের প্রয়োজন। কিন্তু ভিক্ষুকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

- উত্তরদাতার উত্তরদানে অনীহা প্রকাশ।
- তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা।
- গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময়ের অভাব।
- গবেষণা সম্পর্কে ভিক্ষুকদের সচেতনতার অভাব।
- ভিক্ষুকদের উত্তরদানের বিনিময় অর্থ প্রাপ্তির আশা।
- সঠিক উত্তর না দেওয়ার প্রবণতা।
- তথ্য প্রদানের সময় ভিক্ষুকরা গুরুত্বের সাথে তথ্য না দেওয়া।
- ভিক্ষুকদের মধ্যে ভীতি কাজ করা। ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ের সমস্যা।

২। ভিক্ষুকদের সমস্যা

ভিক্ষুকরা বিভিন্ন সময় যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন তা নিম্নরূপ :

- চরম দরিদ্রতা।
- কর্মসংস্থানের অভাব।
- বিশুদ্ধ পানির অভাব।
- যাতায়াত ব্যবস্থার অভাব।
- জিও বা এনজিও হতে সাহায্য প্রাপ্তির অভাব।
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।
- ক্ষুদ্র ঋণ না পাওয়া।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাব।
- সচেতনতার অভাব।

ভিক্ষুকরা ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

ভিক্ষুক সমস্যা-সমাধানের সুপারিশ

রাজশাহী শহরে ভিক্ষারত ভিক্ষুকদের সমস্যা এবং ক্যাম্পাসে ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে নির্মোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

১। সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ।

২। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদক্ষেপ।

১। সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ

ভিক্ষুক সমস্যা বর্তমান বাংলাদেশের যতগুলো প্রধান সমস্যা তার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। যা আরো অনেক সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে। তাই সরকারের উচিত যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া। আমার মতে ভিক্ষুক সমস্যা-সমাধানে সরকারকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

- ভিক্ষুকদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- ভিক্ষুকদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আত্ম নির্ভরশীল করে তুলা।
- ভিক্ষুকদের সঠিক তালিকা তৈরী করা।
- সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে তাদের পূনর্বাসিত করা।
- ভিক্ষা বৃত্তির রোধে আইন প্রণয়ন করা।
- ভিক্ষুকদের জন্য আলাদা তহবিল গঠন করা।
- ধর্মীয় ভাবে ভিক্ষুকদের কে সচেতন করা।
- স্বেচ্ছাসেবা মূলক বিভিন্ন দান ভিক্ষুকদের জন্য আলাদা তহবিল করে তাতে জমা দিয়ে ভিক্ষুকদের সাহায্য করা।
- গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর কমানো।
- বৃদ্ধকালে নিরাপত্তা প্রদান করা।
- ভিক্ষাবৃত্তি রোধে সরকারকে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী গ্রহন করা।
- শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধীদের সার্বিক ভাবে সাহায্য করা।
- সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সবেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ভিক্ষুকদের গডফাদারকে ধরে যথাযথ উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা।
- প্রশাসনকে ভিক্ষাবৃত্তির নেতিবাচক দিক গুলো প্রচার করা। যাতে করে ভিক্ষুকরা সচেতন হতে পারে।

২। শহর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদক্ষেপ

রাজশাহী শহরে ভিক্ষারত ভিক্ষুকদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শহরের সার্বিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। যা দূরীকরণের জন্য শহর কর্তৃপক্ষকে অতিদ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। যাতে করে রাজশাহী শহরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করে।

রাজশাহী শহর কর্তৃপক্ষকে নির্মোক্ত পদক্ষেপ গুলো নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। যথা-

- শহর কর্তৃপক্ষের স্বীয় এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।
- ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা চালান।
- ভিক্ষাবৃত্তি রোধে বিভিন্ন এলাকায় শহর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযান চালানো।
- শহরে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করা।

সরকার এবং শহর কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ নিলে ভিক্ষাবৃত্তির মত একটি জটিল সমস্যা-সমাধান করা সম্ভব। যদিও নির্মূল করা সহজ নয় তবে তা কমনো সম্ভব।

উক্ত গবেষণা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কেস স্টাডি নিম্নে প্রদত্ব হলো।

কেস স্টাডি-১

১. জরিনা বেগম

(কেস স্টাডিটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিক্ষারত ভিখারীর জীবণী থেকে সংগৃহীত)

আমার নাম জরিনা বেগম, ডাক নাম জরি। বয়স আনুমানিক ৬০ বছর। আমি ১ ছেলে ২ মেয়ের মা। ছেলে ১০ বছর আগে ট্রেনে কেটে রেল লাইনে মারা গেছে। বড় মেয়ে আসমানী যৌতুকের দায়ে হয়েছে বলি। স্বামী দিন মজুরী কাজ করত, প্রায় বিশ বছর পূর্বে যক্ষা রোগে মারা যায়। ছোট মেয়ের যৌতুকের টাকা পরিশোধের জন্য অর্থ সম্পদ হারিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করি বলে জানাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ্ কলা ভবনের সামনে অবস্থানরত জরিনা। বর্তমানে নওদাপাড়ার ভূগরুইল গ্রামে ৩০০ টাকা ভাড়া দিয়ে এক কুড়ে ঘরে আমি একাকী বাস করি। আমার পরনের দুটি শাড়ী ব্লাউজ, রান্নার হাড়ি পাতিল ছাড়া আর কিছুই নাই। রান্নার খড়ি ও কুড়িয়ে নিতে হয়। আর হাটতে পারিনা, চলতে পারিনা, প্রতিদিন নওদাপাড়া হতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হেটে আসি আবার চলে যাই, শুধু পেটের জন্য ক্ষুধার যন্ত্রনায়। অতিকরুন ও হৃদয় বিদারক কণ্ঠে জানাল জরিমা বেগম। কেস স্টাডি করে জানা যায় ১২ বছর বয়সে বিয়ে হয় জরিনার। বাবা ছিলেন দিন মজুরী কৃষক। কষ্ট করে ২০০০ টাকা যৌতুক দিতে পেরেছিলেন তাকে। তার স্বামী কলীমুদ্দীন রিক্সা চালাত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ভাগে পান ২ শতক জমি। দুইশতক জমিতে বেড়া দিয়ে বাড়ি করে বসবাস শুরু করলে ১ ছেলে ও ২ মেয়ের জন্ম হয়। স্বামী হয়ে পড়ে মরণ ব্যধি যক্ষাতে আক্রান্ত। স্বামীর চিকিৎসার জন্য ২শতক জমি বিক্রয় করে ফেলে জরিনা। কিছুদিন পরে স্বামী মারা যায়। তার সংসারে উপার্জন শীল ব্যক্তি বলতে তার একমাত্র ১০ বছরের ছেলে পাড়ার লোক কাজে নেয়না ছোট ছেলে কাজ করতে পারবেনা বলে। কাজ না পেযে ছেলে যায় ঢাকা শহরে রাজমিস্ত্রির কাজ করার জন্য একদিন ঢাকা হতে ফেরার পথে ট্রেনের ছাদে কুদাল নিয়ে বসে ছিল কুদাল নিচে পড়ে যায় সেও ছাদ থেকে লাফদেয় এবং ট্রেনের চাকায় কাটাপড়ে তার দেহ। তখন থেকে সে নিজের ও দুইমেয়ের খাবার সংগ্রহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি

শুরু করে। বড় মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার দুই বছর পরে যৌতুক দিতে না পারায় স্বামী তাকে গলাটিপে হত্যা করেছে। অর্থের অভাবে থানায় কোন কেস ও দাড় করাতে পারেনি জরিনা। তার ছোট মেয়েকে ও যৌতুকের অভাবে স্বামী পরিত্যক্তা হতে হয়। ছোট মেয়ে এখন ছাত্রমেসে কাজ করে। জরিনার দৈনিক উপার্জন ৪০ থেকে ৫০ টাকা যা তার প্রতিদিনই প্রায় খরচ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির সময় তাকে অন্য জায়গায় ভিক্ষা করতে হয় সেখানে উপার্জন আরও কম। কাজেই তার কোন রকম খেয়ে পরে দিন চলে কোন অতিরিক্ত টাকা থাকে না।

কেস স্টাডি- ২

ফুলবতি খাতুন

আমার নাম ফুলবতি খাতুন, ডাক নাম ফুগলি। বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। বাবা মা মনে করেন আমি তাদের সংসারকে আলোকিত করেছি। কিন্তু আমি মনে করি আমার মত হতভাগার জন্য বাবামাকে সারা জীবন দূভোর্গ পোহাতে হচ্ছে। আমিই তাদের সংসারকে তছনছ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি বলে জানাল দুইহাত এবং এক পা কাটা বাস স্টেশনে অবস্থারত ফুলবতি। এই হতাশগ্রস্থ ভিক্ষুকের ঘাড়ে ছোট একটি টাকা রাখার থলে, কেউ টাকা দিলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গলী ও তর্জনী আঙ্গুলীর মধ্যে নিয়ে টাকাটি অনেক কষ্টে পকেটে রাখে। শুধু আমি নই আমর মত অনেক ব্যক্তিই তার দিকে লক্ষ্য করছিল আর বলছি আল্লাহর দুনিয়ায় এ ধরনের মানুষ ও থাকতে পারে নিজের খাদ্য নিজে কোন দিন তুলে খেতে পারে না। কেস স্টাডি করে দেখা গেছে ফুলবতি তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। নওহাটা ফাজিল মাদ্রাসার পাশে অবস্থানরত রহিমুদ্দীন ও ফাতেমা বিবির একমাত্র সন্তান সে। তার পিতা একজন কৃষক ও মাতা গৃহকর্মী। তার পিতামাতার ১৫ বছরের বিবাহিত জীবনের একমাত্র ফসল সে। জন্মের পরে টাইফরের্ডে আক্রান্ত হয় ফুলবতি ডাক্তার তার বাম ঠাঙ্গে ভুল ইনজেকশন পুশ করে তখন থেকে তার বাম বা অচল হয়ে যায় শুরু হয় দুভোর্গ পাঁচ/সাত বছর বয়সে দুই হাতে ইনফেকশন শুরু হয় ভর্তি করানো হয় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে। জীবন রক্ষা করার তাগিদে তার দুই হাত কনুই পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়। মেয়ের চিকিৎসার জন্য পিতা-মাতা ঘরভিটা ছাড়া সব জমি বিক্রয় করে ফেলে। মেয়ে সুস্থ্য হয় কিন্তু বাবা-মায়ের উপার্জনের আর কোন পথ থাকে না। বর্তমানে বৃদ্ধ বাবার উপার্জনের হাতিয়ার তার একমাত্র অচল ভিক্ষারত মেয়ে। প্রতিদিন ফুলমতির বাবা মেয়েকে রিক্সায় করে বাস স্টেশন/ রেলস্টেশন/ কোটবাজারের সামনে নিয়ে এসে নেমে দেয় আবার বিকেল বেলা নিয়ে যায়। ফুলবতির উপার্জন গড়ে দিন ১০০/১২৫ টাকা এদিয়ে তাদের তিনজনকে চলতে হয়। শারিরীক দুর্গতির কারণে তার বিয়ে হয় নাই, কোন দিন বিয়ে হবার সম্ভাবনা ও নাই। তার মনে দু:খ এটাই যখন তার বাবা-মা থাকবেনা তখন তাকে কে নিয়ে যাবে নিয়ে আসবে কে তার মুখে আহার তুলে দিবে এবং জামা কাপড় পরাবে গোসল করাবে ও দেখা শুনা করবে।

কেস স্টাডি- ৩

মেহেরুন্নেচ্ছা

আমার নাম মেহেরুন্নেছা ডাক নাম মায়া সবাই মায়া নামেই চেনে। বয়স আনুমানিক ৫০/৫৫। আমার বাবা-মা, স্বামী, সন্তান, ভাইবোন কেহই নাই। আমি জন্মাস্থল, রাস্তা চিনিনা, হেটে যেতে পারিনা। বসে থাকতে ও পারিনা, এটুকুই বলল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিজ্ঞান ভবনের সামনে রাস্তার পার্শ্বে উপুড় হয়ে টানা রোদে পড়ে থাকা মৃত প্রায় মায়া। কেস স্টাডি করে দেখা গেছে মায়া অবস্থান করে বুধপাড়ায় এক সবলদেহী ভিক্ষুকের সাথে। সে চলাফেরা করতে পারেনা চোখেও দেখেনা। কিছু দিলে খায় যেখানে রাখা হয় সেখানেই থাকে, তবে রোদ, বৃষ্টির মধ্যে সে দীর্ঘ সময় থাকতে পারে। মায়া তার বাবা-মার কথা বলতে পারে না, বলতে পারে না তার কোন আত্মীয় স্বজনের কথা। পূর্বে সে ঢাকায় ভিক্ষা করত, ঢাকার এক রাস্তায় তাকে শিশু অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। রাস্তা থেকে তাকে কে নিয়ে গিয়ে লালন পালন করেছে সে কথাও বলতে পারে না। ঢাকার এক জায়গায় ভিক্ষারত অবস্থায় সে তার পূর্বের অভিভাবকে হারিয়ে ফেলে অসহায় অবস্থায় তাকে রাজশাহীর বুধপাড়ার সবলদেহী ভিক্ষক ফাতেমা বেওয়া তাকে নিয়ে আসে রাজশাহীতে এবং তারপর হতে মায়া বুধপাড়াতে থাকে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসহ বিভিন্ন জায়গায় ভিক্ষা করে। আর বর্তমানে দৈনিক উপার্জন ৬০/৭০ টাকা যা কোন রকম তার তিনবেলা খাবারের চাহিদা মেটায় তার ইচ্ছে যতদিন বাচঁবে ততদিন যেন তিন বেলা না হলে দুইবেলা পেট পূরে খেতে পারে।

গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচী

বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : রাজশাহী শহরে ভিক্ষারতদের ওপর একটি সমীক্ষা।

(সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে এবং প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

ভিক্ষুকদের অংশ

১। নাম :

২। পিতা/স্বামীর নাম :

৩। বয়স :

৪। লিঙ্গ : ☐ পুরুষ ☐ মহিলা

৫। ধর্ম : ☐ ইসলাম ☐ হিন্দু ☐ খ্রীষ্টান ☐ বৌদ্ধ ☐ অন্য কি

৬। বর্তমান ঠিকানা :

৭। স্থায়ী ঠিকানা :

৮। বৈবাহিক অবস্থা : ☐ বিবাহিত ☐ অবিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐ তালাকপ্রাপ্ত ☐ পৃথক ☐ অন্য কি

৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ☐ নিরক্ষর ☐ স্বাক্ষরজ্ঞান ☐ প্রাথমিক ☐ মাধ্যমিক ☐ উচ্চ মাধ্যমিক ☐ অন্য কি

১০। পরিবারের ধরণ : ☐ একক ☐ যৌথ

১১। পরিবারের অন্য সদস্যের তথ্যবলী :

ক্র: নং	সদস্যের নাম	সম্পর্ক	বয়স (বছর)	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	আয়
১							
২							
৩							
৪							
৫							
৬							
৭							
৮							
৯							
১০							

১২। আপনার পরিবারের ধরণ ☐ পিতৃতান্ত্রিক ☐ মাতৃতান্ত্রিক

১৩। আপনার পরিবারের কেউ স্কুরে যায় কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৪। (উত্তর হ্যাঁ হরে) তার কারণ কি? ☐ অর্থনৈতিক সমস্যা ☐ পারিবারিক সমস্যা ☐ সামাজিক সমস্যা ☐ নিজেদের সচেতনতার অভাব ☐ অন্য কি ....

১৫। আপনার মাসিক আয় কত (আনুমানিক)? ☐ ৫০০-১০০০ ☐ ১০০০-২০০০ ☐ ২০০০-৩০০০ ☐ ৩০০০ তদুর্ব্ধে

১৬। আপনার নিজস্ব জমি আছে কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৭। (উত্তর হ্যাঁ হলে) কতটুকু? ☐ ১ শতক ☐ ২ শতক ☐ ১০ শতক ☐ ১ বিঘা ☐ ২ বিঘা ☐ ৩ বিঘা ☐ তদুর্দ্ধে

১৮। জমির ধরণ ☐ চাষযোগ্য ☐ পতিত ☐ বসতভিটা ☐ পুকুর ☐ অন্য কি ...

১৯। আপনার বাড়িতে কোন কোন ধরনের আসবাব পত্র রয়েছে? ☐ খাট ☐ টেবিল ☐ চেয়ার ☐ রান্নার তৈজ্যষপত্র ☐ অন্য কি ....

২০। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া উপার্জনের অন্য কোন উৎস আছে কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না

২১। (উত্তর হ্যাঁ হলে) তা কি কি বা কি? ☐ দিনমজুরী ☐ রিকশা চালনা ☐ কৃষি কাজ ☐ হকারী ☐ গৃহ পরিচারক/পরিচারিকা ☐ অন্য কি ....

২২। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে নিজেকে সক্ষম মনে করেন কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না

২৩। (উত্তর হ্যা হলে) কি বা কোন ধরনের কাজ? ☐ রিকশা চালনা ☐ শ্রমিক ☐ দিনমজুর ☐ হকার

২৪। ভিক্ষাবৃত্তি পূর্বে কোন কাজ করতেন কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না

২৫। ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত হওয়ার কারণ কি? ☐ শারীরিক অক্ষমতা ☐ নদী ভাঙ্গনের শিকার ☐ দারিদ্র ☐ কর্মসংস্থানের অভাব ☐ বার্ধক্য ☐ দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব ☐ পৈত্রিক সূত্রে ☐ মামলায় জমি হারানোর পরে ☐ অন্য কি ....

২৬। আপনি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কি ব্যবহার করেন? ☐ মোবাইল ☐ চিঠিপত্র
☐ অন্য কি ....
২৭। ভিক্ষাবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত কোন সমিতির সাথে কি আপনি জড়ি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
২৮। ভিক্ষাবৃত্তিকে আপনি কিভাবে দেখেন? ☐ সম্মান জনক ☐ জীবিকার তাগিদে
☐ অসম্মান জনক ☐ অন্য কি ....
২৯। ভিক্ষাবৃত্তিকে আপনার পরিবারের সদস্যরা কিভাবে দেখে? ☐ ইতিবাচক ☐ নেতিবাচক
☐ অন্য কি ....
৩০। কারা আপনাকে বেশি ভিক্ষা দান করে? ☐ দোকানদার ☐ পথচারী ☐ আবাসিক গৃহে
☐ অল্প বয়সীরা ☐ বয়স্করা ☐ অন্য কি ....
৩১। কারও কাছে ভিক্ষা চাইলে তারা কেমন আচরণ করে? ☐ সহজে ভিক্ষা দেয় ☐ বিরক্ত বোধ করে ☐ কঠোর ব্যবহার করে ☐ অন্য কি ....
৩২। ভিক্ষা চাওয়ার পরে না পেলে আপনি কি ধরণের আচরণ করেন? ☐ বিরক্ত বোধ করেন
☐ অনুনয় বিনয় করেন ☐ গালাগালি করেন ☐ অন্য কি ....
৩৩। মাস শেষে আপনি কারও নিকট হতে ধার গ্রহণ করেন কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৩৪। আপনি কি ভবিষ্যতের জন্য টাকা সঞ্চয় করার সুযোগ পান? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৩৫। হ্যাঁ হলে মাসিক কি পরিমান? ☐ ১০০ টাকা ☐ ২০০ টাকা ☐ ৫০০ টাকা
☐ ১৫০০ টাকা ☐ তদ্ধুর্ধে
৩৬। আপনি কতদিন যাবত ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত? .... মাস .... বছর
৩৭। আপনি কোন জিও বা এনজিও এর সদস্য হয়েছেন কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৩৮। আপনি কি কোন জিও বা এনজিও হতে সাহায্য বা ঋণ পান কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৩৯। আপনার পরিবারের কেউ খাবার স্যালাইন তৈরী করতে পারে কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৪০। আপনার ব্যবহৃত পানির উৎস কি? ☐ টিউবওয়েল ☐ পুকুর ☐ নদী ☐ কুয়া
☐ সাপ্লাই ☐ অন্য কি ....
৪১। আপনার বাড়িতে কোন ধরনের পায়খানা ব্যবহৃত হয়? ☐ কাঁচা ☐ পাকা
☐ স্যানিটারী ☐ অন্য কি ....
৪২। আপনি কোন ধরনে নেশায় আসক্ত কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৪৩। (উত্তর হ্যাঁ হলে) কি ধরনের ☐ ধুমপান ☐ মাদক ☐ চা ☐ অন্য কি
৪৪। আপনার বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে কোন ধরনের চিকিৎসা করান? ☐ এ্যালোপ্যাথিক
☐ হোমিওপ্যাথিক ☐ কবিরাজী ☐ পীর-ফকির ☐ অন্য কি ....
৪৫। আপনার চিকিৎসার জন্য কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানে যান? ☐ হাসপাতাল ☐ ক্লিনিক
☐ অন্য কি ....
৪৬। আপনার শিশুদের ৬টি রোগের টিকা দিয়েছেন কি? ☐ হ্যাঁ ☐না
৪৭। আপনি কোথায় থাকেন? ☐ নিজস্ব বাড়ি ☐ ভাড়া বাড়ি ☐ বস্তি ☐ আত্মীয়ের বাড়ি
☐ রেলস্টেশন ☐ ফুটপাত খোলা আকশের নিচে ☐ অন্য কি ....
৪৮। আপনার বা গৃহের ধরণ কেমন? ☐ পাকা বাড়ি ☐ আধাপাকা ☐ কাঁচা বেড়ার বাড়ি
☐ টিন সেট ☐ অন্য কি
৪৯। ভিক্ষাবৃত্তিকে আপনার প্রতিবেশরি কেমন দৃষ্টিতে দেখেন? ☐ ইতিবাচক ☐ নেতিবাচক

☐ অন্য কি ....
৫০। আপনি কোন সংস্কৃতিক চাহিদা অনুভব করেন কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৫১। (উত্তর হ্যাঁ হলে) তা পূরণের ব্যবস্থা আছে কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৫২। (উত্তর হ্যা হলে) কি ধরনের ব্যবস্থা? ☐ রেডিও ☐ টিভি ☐ সিনেমা
☐ পথ নাটক ☐ যাত্রা ☐ অন্য কি ....
৫৩। আপনি আপনার এলাকায় কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কি?
৫৪। (উত্তর হ্যাঁ হলে) তা কি ধরনের? ☐ বিশুদ্ধ পানির অভাব ☐ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অভাব
☐ সন্ত্রাসীর উপদ্রব ☐ রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা ☐ আবর্জনা ☐ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
☐ অন্য কি ....
৫৫। ভিক্ষা বৃত্তির জন্য কোন প্রশিক্ষণ নিতে হয় কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
উত্তর হ্যাঁ হলে
উত্তর না হলে
৫৬। শহর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয় বা আছে কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৫৭। কাহাকেও কোনরূপ চাঁদা বা মাসোহারা দিতে হয় কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৫৮। আপনি ভোটার হয়েছেন কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না

তথ্যনির্দেশ

১. রহমান আতিকুর মোঃ (*সামাজিক সমস্যা ও উন্নয়ন নীতি পরিকল্পনা ও কর্মসূচী, কোরআন মহল ঢাকা, ১৯৯১)।*

২. সিদ্দিক কামাল ডঃ *(বাংলাদেশের গ্রামীণ দনিদ্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)।*

৩. রহমান এ. এস . এম আতিকুর ও শওকতুজ্জামান *(সমাজ গবেষণা পদ্ধতি। ঢাকা নিউ এজ পাবলিকেশন্স,২০০০)।*

৪. নূর নাজমির বেগম (সামাজিক গবেষণা পরিচিতি, জ্ঞান বিকাশ ৩৪/৮ বাংলা বাজার ঢাকা, ১৯৯৭)।

৫. রহমান আতিকুর মোঃ (স্নাতক সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা, ১৯৯১)।

6. Horn by S.A *(Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, Oxford University Press, 2005).*

7. Haq Nurul M. *(The Poor in Development, Published by BARD, Bogra, 1995).*

8. http.//www worldisgreancom/arcives/000164/html;

৯. বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন ১৯৪৩।

১০. ইউরোপিয়ান ভবঘুরে আইন ১৮৭৪ অনুচ্ছেদ ২৩।

১১. দৈনিক যায় যায় দিন। ১০/০৭/২০০৭

১২. পূর্বোক্ত পৃষ্টা নং ৯।

১৩. দৈনিক আমার দেশ ১২/১০/২০০৮

১৪.দৈনিক জনকণ্ঠ ১৭/০৬/২০০১।